বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশ ।

www.bb.org.bd

ডিসিএম সার্কুলার নং- ০১/২০১৫

তারিখ ঃ ০৮ জানুয়ারী ২০১৫ / ২৫ পৌষ ১৪২১

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ নির্বাহী প্রধান
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংক ।

প্রিয় মহোদয়

ক্যাশ বিভাগ কর্তৃক আবশ্যিকভাবে পরিপালনীয় বিষয়াদি।

তফসিলী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা কর্তৃক ক্যাশ সংক্রান্ত বিষয়ে অত্র বিভাগ হতে বিভিন্ন সময়ে ইস্যুকৃত বিভিন্ন সার্কুলার/সার্কুলার লেটার/পরিপত্র এর নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে পরিপালিত হচ্ছে না মর্মে অত্র কার্যলয়ের পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হচ্ছে যা কাম্য হতে পারে না। বিভিন্ন সময়ে ইস্যুকৃত বিধায় উক্ত সার্কুলার/সার্কুলার লেটার/পরিপত্রগুলোর নির্দেশনা সঠিকভাবে পরিপালনে ব্যাংকগুলোর কিছুটা সমস্যা হচ্ছে মর্মে অনুভূত হচ্ছে। এমতাবস্থায়, পরিপালন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে বিভিন্ন সময়ে ইস্যুকৃত কয়েকটি সার্কুলারের নির্দেশনার সমন্বয়ে এ সার্কুলার ইস্যু করা হলো।

১। নোট প্যাকেটকরণ এবং নোট প্যাকেট বাঁধাইকরণ প্রসঙ্গে ঃ

সূত্র নং ইপ্রশাঃ১৭৪(ক)/২০১৩-১৭২২-১৭৭৩, ১৭৮২-১৭৮৪, তারিখ ঃ ২৭/১০/২০১৩;

সূত্র নং ইপ্রশাঃ২৬-এ(পলিসি)/২০১১-৭৬১-৮০৭, তারিখ ঃ ১২/০৬/২০১১;

সূত্র নং ইপ্রশাঃ১৭৪(ক)/২০১১-১৮৭৯-১৮৮৭, তারিখ ঃ ২৭/১১/২০১১; এবং

পরিপত্র নং- ইপ্রশাঃ২৬-এ(পলিসি)/২০০৬-২৩৫১, তারিখ ঃ ১৪/১২/২০০৬

(i) নোট সর্টিং এর সময় পুনঃপ্রচলনযোগ্য এবং অপ্রচলনযোগ্য নোটসমূহ যথাযথভাবে বাছাই করতে হবে এবং প্যাকেটকরণের সময় নোটসমূহ সঠিকভাবে বিন্যাস করতে হবে । নোট প্যাকেটকরণের ক্ষেত্রে পুনঃপ্রচলনযোগ্য নোটের সাথে কোনক্রমেই অপ্রচলনযোগ্য নোটের (ময়লাযুক্ত, ছেঁড়া-ফাটা, স্কচটেপ লাগানো ইত্যাদি) মিশ্রণ ঘটানো যাবে না।

(ii) ৫০০ টাকার নিম্নমূল্যমানের নতুন, পুনঃপ্রচলনযোগ্য ও অপ্রচলনযোগ্য নোট ২৫ মিঃমিঃ হতে ৩০ মিঃমিঃ প্রশস্ত পলিমার টেপ অথবা পলিমারযুক্ত পুরু কাগজের টেপ (Polymer Coated Paper Tape) দ্বারা ব্যান্ডিং করতে হবে। কোনভাবেই সেলাই বা স্ট্যাপলিং করা যাবে না ।

(iii) নোট গণনাকারী/প্রতিগণনাকারীকে প্রতিটি প্যাকেটের নোটের সংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে প্যাকেট ব্যান্ডিং করার পর প্যাকেটে ব্যাংকের নাম, ঠিকানা, গণনাকারীর স্বাক্ষর, প্রতিগণনাকারীর স্বাক্ষর, সীলমোহর ও তারিখ সম্বলিত লেবেল লাগাতে হবে।

(iv) ছেঁড়া-ফাটা/ত্রুটিপূর্ণ/ময়লাযুক্ত/বাতিল ১০০ টাকার নোট প্যাকেটকরণে প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক সেলাইকরণ পদ্ধতি চালু থাকবে।

(v) ব্যান্ডিং কাজে ব্যবহারের প্রয়োজনে ব্যাংকগুলোর সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক নোট ব্যান্ডিং মেশিন এর ব্যবস্থা করতে হবে।

চলমান পাতা/২

২। বাংলা**দেশ ব্যাংকে নোট জমাদান প্রসঙ্গে ঃ**

সার্কুলার নং ইপ্রশাঃ ২৬(এ)২০০২-৪, তারিখ ঃ ২৩/০৬/২০০২

(i) তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক কারেন্সী নোট/ব্যাংক নোট বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দেয়ার পূর্বে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণীয় হবে।

(ii) জমাকৃত নোটসমূহ পুনঃপ্রচলনযোগ্য এবং অপ্রচলনযোগ্য এই দু'ভাগে বাছাই করতে হবে।

(iii) পুনঃপ্রচলনযোগ্য নোট প্যাকেটে কোন অপ্রচলনযোগ্য এবং অপ্রচলনযোগ্য নোট প্যাকেটে কোন পুনঃপ্রচলনযোগ্য নোট যেন না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

(iv) নোট বাছাই ও প্যাকেট করার জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক নোট সর্টিং মেশিন ও ব্যান্ডিং মেশিন ক্রয় ও লোকবল নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩। **তফসিলী ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের ফ্লাইলীফ অপসারণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কাউন্টার থেকে টাকা গ্রহণকালে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণীয় হবে ঃ**

পরিপত্র নং- ইহিশা ঃ ২৩(পলিসি)/২০০৫-৩৬৫, তারিখ ঃ ১৩/০৯/২০০৫; এবং

পরিপত্র নং- জালনোটঃ০১(পলিসি)/২০০৭-৩০৯, তারিখ ঃ ১৮/১১/২০০৭

(i) বাংলাদেশ ব্যাংকের কাউন্টার থেকে টাকা গ্রহণের সময় বাধ্যতামূলকভাবে নোট গণনা করে নিতে হবে। কাউন্টার ত্যাগের পর নোট প্যাকেটে কোন ঘাটতি/ছেঁড়া-ফাটা/জাল নোটের বিষয়ে কোন ধরণের আপত্তি উত্থাপন গ্রহণযোগ্য হবে না।

(ii) বাংলাদেশ ব্যাংকের কাউন্টার হতে গৃহীত এবং তফসিলী ব্যাংক কর্তৃক গণনাকৃত ও পরীক্ষিত নোটের প্যাকেটে সন্নিবেশিত বাংলাদেশ ব্যাংকের ফ্লাইলিফ অপসারণ করতঃ উপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত ব্যাংকের নিজস্ব ফ্লাইলীফ ব্যবহার করতে হবে।

৪। **ব্যাংকিং লেনদেনে জাল টাকার অনুপ্রবেশ রোধকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে ঃ**

পরিপত্র নং- ইপ্রশাঃ ১৬৯/২০১৩-০৩, তারিখ ঃ ১১/১২/২০১৩;

পরিপত্র নং- জালনোটঃ০১(পলিসি)/২০০৭-৩০৯, তারিখ ঃ ১৮/১১/২০০৭; এবং

পরিপত্র নং- জালনোটঃ১(পলিসি)/২০০৭-১৯১, তারিখ ঃ ০৪/০৭/২০০৭

(i) ব্যাংকের সকল শাখায় উচ্চ মূল্যমানের নোট বিশেষ করে ১০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকা মূল্যমানের নোট জমা গ্রহণ ও প্রদানের সময় মানসম্মত জাল নোট ডিটেকটিং মেশিন দ্বারা পরীক্ষা করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

(ii) এটিএম বুথে নোট প্রেরণের পূর্বে ছেঁড়া-ফাটা এবং জাল নোট পৃথকীকরণে সক্ষম উন্নতমানের পরীক্ষিত নোট প্রসেসিং মেশিন দ্বারা নোট যাচাই-বাছাই করতে হবে।

চলমান পাতা/৩

(iii) জাল ও আসল নোটের পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্যাশ কাউন্টারে পদায়ন করতে হবে।

(iv) গ্রাহকদের নিকট ব্যাংকের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ক্যাশ কাউন্টারে গ্রাহকদের দৃষ্টিগোচরযোগ্য স্থানে ক্যাশ গণনা করতে হবে এবং মেশিনে গণনা করা হলে ডুয়েল ডিসপ্লে মেশিন ব্যবহার করতে হবে।

(v) ব্যাংকের ভল্ট ও ক্যাশ কাউন্টারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যতিত অন্য কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী/বহিরাগতদের প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত করতে হবে এবং ক্যাশ কাউন্টারে প্রবেশকারী সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী/বিশেষ প্রয়োজনে গমনকারী অন্যান্য ব্যক্তিদের নিজস্ব টাকা/পয়সা দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার মাধ্যমে একটি রেজিস্ট্রারে এন্ট্রি করতঃ সেইফ কাস্টডিতে সংরক্ষণ করতে হবে।

(vi) পুনঃপ্রচলনযোগ্য পূর্ণ নোট প্যাকেটে উপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত ব্যাংকের নিজস্ব ফ্লাইলীফ সন্নিবেশিত করতে হবে।

(vii) পেমেন্ট পাওয়ার পর গ্রাহকগণ কর্তৃক টাকা গুনে নেয়ার পরামর্শ সম্বলিত নোটিশ কাউন্টারে প্রদর্শন করতে হবে।

(viii) কাউন্টারে টাকা গণনাকালে জালনোট পাওয়া গেলে Treasury Rules এর Part-III, Ch-IV, Sec-52 এর বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই তা ''জাল'' লিখে অথবা ছিদ্র করে অথবা অন্য কোনভাবে গ্রাহককে ফেরত দেয়া যাবে না।

৫। তফসিলী ব্যাংকের মাধ্যমে জনসাধারণ ও গ্রাহকদের জন্য ধাতব মুদ্রা বিনিময় ও লেনদেনের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে ঃ

ডিসিএম পরিপত্র নং ০১, তারিখ ঃ ০৪/০৬/২০১৪; এবং

ইহিশাঃ২৩(পলিসি)/২০১১-০১, তারিখ ঃ ২৪/০৩/২০১১

(i) বাংলাদেশ ব্যাংকের যে কোন অফিস থেকে নগদ অর্থ উত্তোলনের সময় মোট উত্তোলিত নগদ অর্থের কমপক্ষে ০.১০% (শতকরা দশমিক এক শূন্য ভাগ) ১, ২ ও ৫ টাকা মূল্যমানের ধাতব মুদ্রায় উত্তোলন করতে হবে।

(ii) তফসিলী ব্যাংকের প্রতিটি শাখায় নতুন/পুনঃপ্রচলনযোগ্য নোট যোগান ও বিনিময়ের জন্য স্থাপিত ''পৃথক কাউন্টার'' এর মাধ্যমে ১, ২ ও ৫ টাকার ধাতব মুদ্রা গ্রাহক/সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা রাখতে হবে ।

উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহের পরিপালন নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাদেরকে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে ।

আপনাদের বিশ্বস্ত

(মোঃ হুমায়ূন কবীর)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন ঃ ৯৫৩০০৯০